সার ব্যবস্থাপনা

সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ফসল, মাটি এবং পরিবেশের জন্য ভাল। এজন্য প্রথমে জানতে হবে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-ভিত্তিক মাটির উর্বরতা শ্রেণী এবং এবার জেনে নিতে হবে জমি কোন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

পটাশ, ফসফেট, জিপসাম ও দস্তা সারের প্রভাব পরবর্তী ফসল পর্যন্ত থাকে। এ জন্য রবি ফসলে ফসফেট, পটাশ ও জিপসাম সার সারণী ৪ মোতাবেক ব্যবহার করলে দ্বিতীয় ফসলে উল্লিখিত সারগুলোর মাত্রা অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে। দস্তা সার একবার প্রয়োগ করলে তা পরের তিন ফসলে প্রয়োগ করতে হবে না।

নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা জমিতে কম সময় থাকে তাই এ সার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, ২য় কিস্তি ধানের গোছায় ৪-৫টি কুশি অবস্থায় ও ৩য় কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে দিতে হবে। যে সব জাতের জীবনকাল ১৫০ দিনের বেশি সেক্ষেত্রে জমি তৈরির সময় ইউরিয়া প্রথম কিস্তি এবং পরে সমান তিন কিস্তিতে উপরি-প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগের সময় মাটিতে অবশ্যই প্রচুর রস থাকতে হবে। সবচাইতে ভাল হয় যদি ক্ষেতে ২-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকে। ইউরিয়া প্রয়োগের সাথে সাথে হাতে বা উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার তাহলে সার যেমন মাটিতে মিশে যায় তেমনি আগাছা না থাকায় সব সার ধান গাছ পেয়ে যায়।

ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পরেও ধানগাছ যদি হলদে থাকে এবং বাড়-বাড়তি কম হয় তাহলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। এরপর হেক্টরপ্রতি ৬০ কেজি বা বিঘাপ্রতি ৮ কেজি জিপসাম সার উপরি-প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে উপরি-প্রয়োগের সময় জিপসাম সার মাটি কিংবা ছাইয়ের সাথে অথবা ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা ভাল।

যদি ধানগাছ মাঝেমধ্যে খাটো হয় বা বসে যায় এবং পুরাতন পাতায় মরচে পড়া বাদামি থেকে কমলা রঙ ধারণ করে এবং ধানের কুশি কম থাকে তখন ধরে নিতে হবে দস্তার অভাব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। তারপর হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি বা বিঘাপ্রতি ১ কেজি ৩৫০ গ্রাম দস্তা সার উপরি-প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যথায় হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ কেজি দস্তা সার (জিঙ্ক সালফেট) ১২৫-১৫০ গ্যালন পরিষ্কার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে দু'কিস্তিতে যথাক্রমে রোপণের ১০-১৫ ও ৩০-৩৫ দিন পর ধানগাছের পাতার উপর ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এভাবে মূল্যবান দস্তা সারের অপচয় রোধ করা সম্ভব।

জৈব সার : জৈব সার মাটির উর্বরতা শক্তির চালক হিসেবে গণ্য হয়। তাই জৈব বা সবুজ সার (পঁচা গোবর, আবর্জনা, কম্পোস্ট, ধৈঞ্চা ইত্যাদি) জমিতে বছরে একবার হলেও প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। ফসল চক্রের প্রথম (খরিফ খন্দে) যে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা হবে সে জমিতে পরবর্তী ধান ফসলে ইউরিয়া সার মাত্রার এক তৃতীয়াংশ কম ব্যবহার করতে হবে। সবুজ সার ধান রোপণের ৭-১০ দিন আগে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।